সংবাদ

তারিখ ... 19 MAY .2008 ...

বরিশালের ৯০ ভাগ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষার ক্লাস হয় না

সরকারের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব অপচয়

সুজন হালদার, বানারীপাড়া

শিক্ষক, কম্পিউটারসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বেও বরিশালের প্রায় ৯০ ভাগ বেসরকারি স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় কম্পিউটার শিক্ষা বিষয়ে ক্লাস হচ্ছে না। অনিবার্য ফলাফল বিপর্যয় এড়ানোর জন্য ছাত্রছাত্রীদের বিষয়টি ঐচ্ছিক হিসেবে নিতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, কোথাও কোথাও বাধ্য করা হয় বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর ক্লাস না হলেও শিক্ষক বেতন-ভাতা ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক খরচ মিলিয়ে সরকারের প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা রাজস্ব অপচয় হচ্ছে এ খাতে।

বরিশাল বিভাগে বেসরকারি পর্যায়ে এমপিওভুক্ত এবং এমপিওভুক্ত নয় এ রকম স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসার সংখ্যা আড়াই হাজারের ওপর। বোর্ডের প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী এসব প্রতিষ্ঠানের শতকরা ৮০ ভাগই এমপিওভুক্ত। এর মধ্যে রয়েছে প্রাসঙ্গিক যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা এবং কম্পিউটার শিক্ষক রয়েছে শতকরা ৭০ ভাগ প্রতিষ্ঠানে। বিভাগীয় শিক্ষা অফিসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী বরিশালের এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসায় পনের শ' শিক্ষক রয়েছে। এমপিওভুক্ত নয় এমন অনেক প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে সূত্র জানায়। গত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের ক্ষমতার শেষভাগে এসবের অধিকাংশ শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরজমিনে এবং খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এসবের শতকরা প্রায় নব্বই ভাগ প্রতিষ্ঠানেই কম্পিউটার শিক্ষার কোন ক্লাস হয় না। বানারীপাড়া উপজেলায় ৩৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ২৯টিতে এবং ২১টি মাদ্রাসার ১৮টিতে কম্পিউটার এবং কম্পিউটার শিক্ষক রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ক্লাস তো দূরের কথা অফিসিয়াল কাগজপত্রও হাতে লিখে জমা দেয়া হয় বলে জানান উপজেলা শিক্ষা অফিসের একজন সহকারী। খোদ উপজেলা সদরের একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কম্পিউটার শিক্ষক আছে এ খবরই তাদের জানা নেই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন প্রধান শিক্ষক জানান, নিয়োগকৃত কম্পিউটার শিক্ষকের বিষয়ভিত্তিক কোন ধারণা ও দক্ষতা না থাকায় তাকে দিয়ে অন্যান্য ক্লাস নেয়ানো হয়। অভিন্ন চিত্র গোটা বরিশালের। শুধু বিভাগীয় ও জেলা সদরের হাতেগোনা উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্কুল-কলেজে নিয়মিত ক্লাসসহ কম্পিউটারের ব্যবহার থাকলেও উপজেলা পর্যায়ের চিত্র হতাশাজনক।

স্বরূপকাঠির একটি মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির একজন অভিভাবক সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের শেষ সময়ে গড়ে ৫০ হাজার থেকে এক লাখ টাকা উৎকোচের বিনিময়ে বিষয় জ্ঞানশূন্য এবং সম্পূর্ণ অদক্ষ অযোগ্য লোকদের কম্পিউটার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। যে কারণে তারা ছাত্রছাত্রীদের পাঠদানে ব্যর্থ হচ্ছে। এরা চাকরি বাঁচানোর জন্য অন্য বিষয়ে পাঠদান করছে। উজিরপুরের গুটিয়া এবং বাবুগঞ্জের মাধবপাশায় একাধিক স্কুল ও মাদ্রাসায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কম্পিউটারসহ প্রাসঙ্গিক জিনিসপত্র এখনও ইনট্যাক অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠানের কম্পিউটার প্রধান শিক্ষকের বাসায় ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে। এদিকে ক্লাস না নিলেও শিক্ষকরা সরকারি বেতন ভাতা পাচ্ছেন যথারীতি। এতে করে প্রতিবছর সরকারের কোটি কোটি টাকা রাজস্ব অপচয় হচ্ছে। সে সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তির যুগে ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হচ্ছে কম্পিউটারের ধারণা ও ব্যবহার থেকে। বিদ্যমান এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের সঙ্গে কথা বললে তারা আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেন, এ বিষয়ে তাদের কিছু করার নেই। তবে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ পদক্ষেপ নিলে সমস্যা দূর করা সম্ভব বলে তারা জানান।

ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট সচেতন মহলের দাবি নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে কিংবা নিয়োগকৃতদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে দ্রুত পাঠদান নিশ্চিত করতে সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় কম্পিউটার শিক্ষা কার্যক্রমই পুরোপুরি ব্যর্থ হবে।